দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 FEB 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

037

পাঠ্যপুস্তকে ভুল

সাধারণ জ্ঞান-এর বইয়ে সাধারণ ভুলের কিছু উদাহরণ ছাপা হয়েছে সম্প্রতি সংবাদ-এর চিঠিপত্র কলামে। ভুলের বহর এবং বাজারে এ ধরনের বইয়ের প্রাচুর্য দেখে বোঝা যায়, সাধারণ জ্ঞান না থাকলেও এ রকম বই লেখা এবং ছাপার অধিকার এদেশে যে-কারো আছে। অধিকারের সঙ্গে দায়িত্ববোধের কোন সম্পর্ক নেই।

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার বৃত্তি পরীক্ষার মত বিভিন্ন প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার জন্যও এগুলোকে সহায়ক বই হিসেবে সুপারিশ করা হয়। ছাত্র-ছাত্রী, চাকরি প্রার্থীদের অজ্ঞতাকে 'জ্ঞানের বহর' জাতীয় শিরোনামে মাঝেমধ্যে পত্র-পত্রিকায় ব্যঙ্গ করা হয়। কিন্তু এজন্য যে নব্য ডোগাররা অনেকাংশে দায়ী তা উল্লেখ করা কিংবা খতিয়ে দেখা হয় না।

পত্রিকায় ছাপাখানার ভূত বলে একটি কথা আছে। পাঠ্য-পুস্তকের প্রুফ বারবার দেখবার সুযোগ বেশী। তাই এতে মুদ্রণ প্রমাদও যেখানে সাধারণতঃ কাম্য নয়, সেখানে তথ্যগত ভুল কোন-মতেই বরদাস্ত করা যায় না।

আলোচ্য বইটিতে দেশের আয়তন প্রায় ৫০০ বর্গমাইল গায়ের করে দেয়া হলেও সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে এতটুকু স্পর্শকাতর হতে দেখা যায়নি। গ্রন্থকার এতই দায়িত্বহীন যে, প্রতিবেশী দেশের একটি রাজ্যকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এ নিয়ে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হবে না, এমন ভরসা করা গেলেও এই দায়িত্বহীনতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

আসলে বইতে কি ছাপা হচ্ছে, না হচ্ছে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ কিংবা রচয়িতা কারো কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অসাবধানতায় যদি বইয়ে কোন ভুল তথ্য ছাপা হয়েও যায় তাহলেও সংশোধনী সন্নিবেশ করে দেয়ার অবকাশ থাকে। সেজন্য মূল বইয়ে কি ছাপা হলো সতর্কতার সাথে তা আগাগোড়া পড়ে দেখতে হয়। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকার এবং প্রকাশকের সম্ভবতঃ সেইটুকু ধৈর্য থাকে না। তাদের তাড়া থাকে যেনতেন প্রকারে কত তাড়াতাড়ি বইটি বাজারে ছাড়া যায়।

মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধাক্কা এখানেও এসে লেগেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই-পুস্তক রচনাও এখন আমাদের দেশের আর দশটি ব্যবসার মত একটি সহজ ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, পাণ্ডিত্যের ব্যবসা করতে চায় অনেকেই। প্রকা-শকরাও রচয়িতার যোগ্যতা নিয়ে ততটা মাথা ঘামান না। বরং যোগ্যতা কম হলে সম্মানী দিতে হয় কম। আর বই চালালেই যখন চলে তখন কম সম্মানী দিয়ে বেশী লাভ করাই তো বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশ্ন হচ্ছে, ভুলে ভরা বইগুলো এত চলে কি করে? অভিযোগ আছে, বিভিন্ন স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষকের সাথে এইসব বইয়ের রচয়িতা এবং প্রকাশকের একটা সম্পর্ক রয়েছে। বাস্তব অবস্থার আলোকে এই অভিযোগকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু বোর্ড কর্তৃপক্ষ? তাঁরা নীরব থাকেন কী করে?